ইক্যুইটিবিডি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ১৮ নভেম্বর ২০২২

কপ ২৭-এর আলোচনার ফলাফল নিয়ে নাগরিক সমাজের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

বড় দূষণকারীদেরকে অবশ্যই তাপমাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১.৫-ডিগ্রিতে রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে

ধনী দেশগুলোকে কপ ২৭ প্রক্রিয়ায় 'লস এন্ড ড্যামেজ'-এর জন্য অর্থায়নের ঘোষণা করতে হবে

শার্ম এল শেখ, মিশর। মিশরে চলমান জলবায়ু সম্মেলনের আলোচনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচাইতে বিপদাপন্ন দেশগুলোর নাগরিক সমাজ। তাঁরা শার্ম এল শেখে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রিতে সীমিত রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে এবং ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যাপারে বিশ্বের বৃহৎ দুষণকারী দেশগুলোকে এবং ধনী দেশগুলোকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ারও দাবি জানানো হয়।

'স্বল্পোন্নত দেশ এবং অতি বিপদাপন্ন দেশের মানুষ এবং কপ ২৭ থেকে প্রত্যাশা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা রাখেন আলী আকবর টিপু (প্যানেল মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন), শামীম আরেফিন (এওএসইডি), ড. মোস্তফা সারওয়ার (অধ্যাপক, কুয়েট), সৌম্য দত্ত (ফেলো, অশোকা রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ভারত), প্রয়াশ অধিকারী (ডিগবিকাস ইনস্টিটিউট, নেপাল), মিসেস সামাহ হাদিদ (নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল, নরওয়ে) এবং অ্যাটল সোলবার্গ (সচিবালয় প্রধান, প্লাটফর্ম অফ ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্ট)। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে মূল বক্তৃতা তুলে ধরেন ইক্যুইটিবিডি'র আমিনুল হক।

আমিনুল হক বলেন, জলবায়ু আলোচনা প্রায় শেষ হতে চললেও এখনো ইউএনএফসিসিসি মূল বিষয়গুলো নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি। প্রাথমিক খসড়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রিতে রাখা এবং 'লস এন্ড ড্যামেজ' বিষয়গুলো এখনো ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখা হয়েছে। ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখার মানে হলো এসব বিষয়ে এখনো আলোচকদের মধ্যে ঐকমত্য হয়নি। এমতাবস্থায় তিনি নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরেন, সেগুলো হলো-(১) ২০৫০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করা এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রিতে সীমিত রাখার বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার উন্নত দেশগুলিকে ধ্বংসাত্মক টালবাহানা বন্ধ করতে হবে এবং এই প্রতিশ্রুতি পূরণে তাঁদের উদ্যোগ নিতে হবে (২) কোনো বিলম্ব ছাড়াই এবং কপ ২৭ আলোচনাতেই মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ক অর্থায়নের বিষয়ে ঘোষণা করুন, কারণ স্বল্পোন্নত এবং অতি বিপন্ন দেশগুলোর জন্য তাদের নাগরিকদের অধিকার সমুন্নত রাখার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে, জলবায়ু দূষণের জন্য ঐতিহাসিকভাবে দায়ী দেশগুলোরও প্রশমন, অভিযোজন এবং ক্ষয়-ক্ষতির জন্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে নৈতিক দায় আছে (৩) বিভিন্ন দেশের বাস্তবতা বিবেচনা করে ইউএনএফসিসি কনভেনশনের আলোকে গ্লোবাল গোল অন এডাপটেশন প্রণয়ন, প্যারিস চুক্তি এবং Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDRCC) বাস্তবায়নে জরুরি ভিত্তিতে কাজ শুরু করুন।

শ্রী প্রয়াশ অধিকারী বলেন, কপ ২৭-এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল সভায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১.৫ ডিগ্রিতে রাখার বিষয়ে ঐকমত্য হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলো তাদের ভূ-রাজনৈতিক দাবা খেলায় ১.৫ ডিগ্রি লক্ষ্যকে রাজনৈতিক গুটি হিসেবে ব্যবহার করছে। ব্রাজিল এই বিষয়ে কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করছে এবং এমনকি অনেক দেশ ১.৫ ডিগ্রির বিষয়টি আলোচনার একেবারে বাইরে রাখার চেষ্টা করছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। তিনি ধনী দেশগুলোকে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের আহ্বান জানান।

সৌম্য দত্ত দৃঢ়ভাবে যুক্তি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, 'নেট-জিরো' উদ্যোগটি বড় দূষণকারী দেশগুলির সরকারি ও বেসরকারি খাতের জীবাশ্ম জ্বালানীভিত্তিক প্রল্পগুলিতে বিদ্যমান অব্যাহত বিনিয়োগের সাথে সম্পূর্ণরূপে বেমানান, যা জলবায়ু অর্থায়নের নামে এবং কার্বন বিপণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরিদ্র এবং অতি বিপন্ন দেশগুলোর মানুষের ঋণের বোঝা বাড়াবে। তাই সংশ্লিষ্ট সব দেশকে এই ধরনের 'নেট জিরো নির্গমন' প্রকল্প বন্ধ করে বরং যত দ্রুত সম্ভব জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার আগে বন্ধ করে এই নেট জিরো লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

সামাহ হাদিদ ধনী দেশগুলোর নিন্দা করে বলেন, ধনী দেশগুলো আফ্রিকা, এশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষা করছে। তিনি এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

ড. মোস্তফা সারওয়ার ধনী দেশগুলোর সমালোচনা করে বলেন, ধনী দেশগুলো ঐতিহাসিক দূষণকারী এবং তারা প্রয়োজনানুযায়ী যথাযথ উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রশমন এবং অভিযোজনে বিলম্বিত পদক্ষেপ অতি বিপন্ন এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষতি এবং বোঝা বাড়িয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে এর জন্য খরচও বাড়িয়েছে। আর তাই ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে এবং ক্ষতিপূরণে ধনী দেশগুলোর আর কোনও বিলম্ব করা উচিৎ নয়, এই কপ থেকেই সিদ্ধান্ত আসতে হবে।

অ্যাটল সোলবার্গ বলেন, উপযুক্ত সহায়তার অভাব দরিদ্র এবং াতি বিপন্ন দেশগুলোর জন্য তাদের জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতি মোকাবেলাকে কঠিন করে তুলেছে। তিনি আশা করেন যে, ধনী দেশগুলো প্রয়োজনীয় সহায়তায় এগিয়ে আসবে এবং এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য Warsaw International Mechanism od Loss & Damage কে শক্তিশালী করবে।

আলী আকবর টিপু জলবায়ু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর প্রতি GGA-এর উপর একটি বিস্তারিত কাঠামো তৈরি করার জন্য আহ্বান জানান, কারণ ধনী-দরিদ্র প্রায় সব দেশকেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অভিযোজন কৌশল গ্রহণে বাধ্য হবে।

বার্তা প্রেরণ: আমিনুল হক, মোবাইল +৮৮০১৭১৩৩২৮৮১৫